# বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

## সমাজবিজ্ঞান [ প্রথম পত্র ]

### দশম অধ্যায়: বিচ্যুতিমূলক আচরণ ও অপরাধ

## মডেল প্রশ্নঃ ০১

চিত্র ক: একজন যুবক শরীরে ড্রাগ নিচ্ছে।

চিত্র খ: অধিকাংশ অফিস কারখানার দেয়ালে ঝোলানো "No Vacancy" কর্ম খালি নেই।

গ) উদ্দীপকের 'ক' চিত্রটি অপরাধের কোন ধরনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) " 'খ' চিত্রে নির্দেশিত বিষয়টি 'ক' চিত্রে নির্দেশিত অপরাধের একমাত্র কারণ নয়।" বিশ্লেষণ করো।

**#জ্ঞান:**

★ সর্বপ্রাণবাদ হলো ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি মতবাদ।

★ বিচ্যুতি হলো স্বাভাবিক আচরণের পরিপন্থী আচরণ বা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ।

★ কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে প্রগতি বলা হয়।

# অনুধাবন:

★ ধর্ম মানসিক শান্তি প্রদান করে: ধর্ম হলো পবিত্র বস্তুতে বা ঈশ্বরে/ আল্লাহতে বিশ্বাস। মানুষ এই বিশ্বাস থেকে নানা ধরনের শান্তিপূর্ণ কর্মকান্ড করে থাকে। মানুষ মানুষকে শান্তি ও সৎ কর্মের উপদেশ দিয়ে থাকে। মানুষ এই ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভর করে যে কর্মকাণ্ড গুলো করে থাকে তা থেকে তারা মানসিক শান্তি লাভ করে। যেহেতু ধর্মে বিশ্বাস মনের বিষয় তাই এখান থেকে পাওয়া শান্তি হলো মানসিক শান্তি।

★ বড়দের সম্মান না করা বিচ্যুতিমূলক আচরণ: সমাজে কতগুলো রীতিনীতি, আইন-কানুন আছে। সমাজ আশা করে, সকলে এই রীতিনীতি ও আইন-কানুন সবাই মেনে চলবে। এতে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকে। এই রীতিনীতির বিপরীত আচরণকে বিচ্যুতিমূলক আচরণ বলে। বিচ্যুতিমূলক আচরণের জন্য শাস্তির বিধান নেই বা শাস্তি পেতে হয় না। তবে বিচ্যুতিমূলক আচরণ সমাজ অপছন্দ করে। যেমন, বড়দের সম্মান না করা, শিক্ষকদের সালাম না দেয়া, মা বাবার কথা না শুনা, গালমন্দ করা ইত্যাদি।

**# প্রয়োগ:**

উদ্দীপকের 'ক' চিত্রে নির্দেশিত অপরাধের ধরনটি হলো শিকার বিহীন অপরাধ বা ক্ষতিগ্রস্তহীন অপরাধ। যে সব কর্মকাণ্ড আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও করলে শাস্তি পেতে হয় তাকে অপরাধ বলে। মাদক বিক্রি বা গ্রহণ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও এর জন্য শাস্তির বিধান আছে তাই মাদক গ্রহণ একটি অপরাধ। কিন্তু অপরাধের বিভিন্ন ধরন আছে। যে অপরাধে অপরাধী অন্যজনকে অপরাধের শিকার না করে বরং নিজেকে নিজে অপরাধের শিকার করে তাকে শিকার বিহীন অপরাধ বা ক্ষতিগ্রস্তহীন অপরাধ বলে। উদ্দীপকের যুবককে দেখা গেল, সে মাদক বা ড্রাগ সেবন করে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে। অতএব এটি একটি শিকার বিহীন অপরাধ বা ক্ষতিগ্রস্তহীন অপরাধ।

**# উচ্চতর দক্ষতা-**

উদ্দীপকের 'খ' চিত্রে প্রদর্শিত বিষয়টি হলো বেকারত্ব। আর 'ক' চিত্রে নির্দেশিত বিষয়টি হলো শিকার বিহীন অপরাধ বা ক্ষতিগ্রস্তহীন অপরাধ। আর মাদক গ্রহণ বা শিকার বিহীন অপরাধ বা ক্ষতিগ্রস্তহীন অপরাধের জন্য বেকারত্ব একমাত্র কারণ নয়।

**# অপরাধের কারণ:** মানুষ বিভিন্ন কারণে অপরাধ করে থাকে। যেমন, খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা থেকে, মাদকাসক্ত হয়ে, কোন জঙ্গি গোষ্ঠীর সাথে জড়িত হয়ে, কারো দ্বারা অন্যায়ভাবে আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে , বিনা কারণে শাস্তি পেলে মানুষ অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং বলা যায়, শুধু বেকারত্ব নয় বরং অন্য আরো অনেক কারণে মানুষ অপরাধী হয়ে উঠতে পারে।

## মডেল প্রশ্ন- ০২

আয়কর ফাঁকি > আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদান > সম্পত্তি আত্মসাৎ > চুরি ডাকাতি > জঙ্গিবাদ = [ ? ]

গ) উদ্দীপকের [ ? ] চিহ্নিত স্থানে সমাজজীবনের কোন প্রত্যয়টি প্রযোজ্য ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) সমাজজীবনে উদ্দীপকের বিষয়টির কারণ বিশ্লেষণ করো।

**# জ্ঞান:**

★ কিশোর বয়সের ছেলে মেয়েদের দ্বারা যে অপরাধ সংঘটিত হয় তাকে কিশোর অপরাধ বলে।

★ আদর্শহীনতা বা মূল্যবোধহীনতা কে নৈরাজ্য বলা হয়।

★ অপরাধ বিজ্ঞানের জনক হলো লমব্রোসো।

**# অনুধাবন:**

★ মূল্যবোধ বিরোধী আচরণ: সাধারণত মূল্যবোধ বিরোধী আচরণ বলতে বিচ্যুতিমূলক আচরণকে বোঝায়। আমরা যে সমাজে বসবাস করি সেখানে কতগুলো আচার- আচরণ, রীতিনীতি, আইন-কানুন, প্রথা চালু আছে। এসব গুলোর সমন্বয়ে সমাজে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। সমাজ আশা করে, সবাই এই মূল্যবোধ অনুসরণ করে আচরণ করবে। আর এই মূল্যবোধের বিপরীত সব আচরণকে সমাজ বিচ্যুতিমূলক আচরণ বা মূল্যবোধ বিরোধী আচরণ বলে থাকে।

★ নৈতিকতা : নৈতিকতা হলো মানুষের অন্তরের অনুভূতি। এটি একটি মানুষের বিচারিক গুন। যার মাধ্যমে মানুষ সত্যিকার অর্থে কোনটি ভাল কোনটি খারাপ, কোনটি ন্যায় কোনটি অন্যায় তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।

**# প্রয়োগ-**

উদ্দীপকের ( ? ) চিহ্নিত স্থান সমাজজীবনের অপরাধ প্রত্যয়কে নির্দেশ করে।

★ অপরাধ: মানুষের সমাজ বিরোধী বা সামাজিক মূল্যবোধ বিরোধী আচার আচরণকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক. বিচ্যুতিমূলক আচরণ দুই. অপরাধ। মানুষের যে সকল আচার আচরণের জন্য শাস্তি পেতে হয় না তবে এসব আচরণের জন্য সমাজ তাকে নিন্দা করে বা তিরস্কার করে তাকে বিচ্যুতিমূলক আচরণ বলে। কিন্তু যে সকল আচার আচরণ সমাজে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও করলে শাস্তির বিধান আছে এমন সব আচার-আচরণকে অপরাধ বলা হয়। যেমন, ছিনতাই, চুরি ডাকাতি জঙ্গিবাদ ইত্যাদি। উদ্দীপকের নির্দেশিত কাজ গুলো সমাজে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও করলে শাস্তির বিধান আছে। তাই বলা যায়, এগুলো দ্বারা অপরাধকে নির্দেশ করে।

**# উচ্চতর দক্ষতা:**

হা, অপরাধ বিজ্ঞানীদের মতে অপরাধের নানা কারণ রয়েছে।

★ অপরাধের কারণ: অপরাধ বিজ্ঞানীদের মতে অপরাধের প্রধান কারণ গুলো হলো, ১. ভৌগলিক কারণ ২. বংশগত কারণ ৩. দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ৪. অর্থনৈতিক কারণ ৫. সামাজিক পরিবেশ বর্তমান সময়ের অনেক অপরাধের কারণ হলো দরিদ্রতা। অভাব অনটন থেকে মানুষ নিজের বা পরিবারের চাহিদা মেটাতে উপায় না পেয়ে অপরাধ করে থাকে। আবার পারিবারিক বিশৃঙ্খল পরিবেশ বা সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিবেশ যেমন, বস্তি এলাকার পরিবেশ মানুষকে খিটখিটে মেজাজের বা অপরাধী করে তুলে। আবার ভৌগলিক পরিবেশ ও অপরাধের কারণ হতে পারে। যেমন, মরুভূমিতে যাযাবররা অন্যদের জান মালের উপর আক্রমণ করে। অনেকে মনে করেন, বংশগত বৈশিষ্ট্যের কারণেও অনেকে জন্মগতভাবে অপরাধী হতে পারে। তাহলে দেখা গেল, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার নানাবিধ কারণ রয়েছে।

## মডেলপ্রশ্ন- ০৩

জনাব, 'ক' চৌধুরী একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক। মালামাল ক্রয়ে তিনি প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেন। অপরদিকে বস্তিতে বসবাসরত স্বামীহারা ' খ খাতুন' নিজের সন্তানের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে না পেরে মালিকের বাসা থেকে চাল ডাল চুরির অপরাধে ধৃত হয়ে থানায় আটক আছেন।

গ) উদ্দীপকের জনাব, ক চৌধুরীর কাজটি কোন ধরনের অপরাধ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উদ্দীপকের জনাব ক চৌধুরীর অপরাধ ও খ খাতুনের অপরাধের সামাজিক কারণ বা প্রেক্ষাপট ভিন্ন। উক্তিটি মূল্যায়ণ করো।

**জ্ঞান:**

★ juvenile delinquency শব্দের অর্থ হলো কিশোর অপরাধ।

★white colour crime শব্দের অর্থ হলো ভদ্রবেশী অপরাধ।

★the division of labour in society গ্রন্থের লেখক হলেন, এমিল ডুর্খেইম।

**# অনুধাবন:**

★ বিচ্যুতিমূলক আচরণের ডুর্খেইম তত্ত্ব: ডুর্খেইমের মতে, সমাজে কতগুলো রীতিনীতি, আইনকানুন, প্রথা বিশ্বাস রয়েছে। এগুলো মেনে চললে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আবার এগুলো ভেঙে পড়লে সমাজে নৈরাজ্য দেখা দেয়। তখন মানুষ বিচ্যুতিমূলক আচরণ করে। ডুর্খেমের মতে, বিচ্যুতিমূলক আচরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, তা হলো, এটি সমাজে ভালো এবং মন্দ আচরণের সীমা নির্ধারণ করে দেয়।

★ বিচ্যুতিমূলক আচরণের কারণ: সমাজের আইনকানুন, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ বিরোধী আচরণকে বিচ্যুতিমূলক আচরণ বলে। বিচ্যুতিমূলক আচরণের নানাবিধ কারণ রয়েছে। যেমন, বিশৃঙ্খল পারিবারিক পরিবেশ, প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের অভাব, কুসংস্কার, দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি।

**# প্রয়োগ –**

উদ্দীপকের জনাব ক চৌধুরীর কাজটি অপরাধের একটি ধরন, ভদ্রবেশী অপরাধকে নির্দেশ করে।

★ ভদ্রবেশী অপরাধ: মানুষ যখন নিজের পরিচয় বা পদ- পদবী ব্যবহার করে তখন তাকে ভদ্রবেশী অপরাধ বলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাক্তি নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালনের বা কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব পেয়ে থাকে। লোভে পড়ে বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে মানুষ এসময় নিজের পরিচয় বা পদ-পদবী ব্যবহার করে অপরাধ করে থাকে। উদ্দীপকের জনাব ক চৌধুরী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক। তিনি লোভে পড়ে নিজের পরিচয় বা পদ-পদবী ব্যবহার করে মালামাল ক্রয়ে অধিক খরচ দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সুতরাং এ ধরনের অপরাধকে ভদ্রবেশী অপরাধ বলা হয়।

**# উচ্চতর দক্ষতা –**

উদ্দীপকের জনাব ক চৌধুরীর অপরাধ ও খ খাতুনের অপরাধের প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

★ অপরাধের প্রেক্ষাপট/ কারণ: উদ্দীপকের জনাব ক চৌধুরীর অপরাধের কারণ হলো লোভ বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। অন্যদিকে খ খাতুনের অপরাধের কারণ হলো দরিদ্রতা বা অভাব। সুতরাং এখানে অপরাধের দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীত কারণ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত মানুষ অভাবের তাড়নায় বা প্রয়োজন মেটাতে না পেরে অপরাধ করে থাকে। কিন্তু উদ্দীপকে দেখা গেল, জনাব ক চৌধুরী অভাবগ্রস্ত না হওয়া সত্ত্বেও অপরাধ করেছেন। আর এই অপরাধের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, শুধুমাত্র লোভে পড়ে বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় পড়ে তিনি অপরাধটি করেছেন। অতএব বলা যায়, জনাব ক চৌধুরী ও খ খাতুনের অপরাধের প্রেক্ষাপট বা কারণ ভিন্ন।

## মডেল প্রশ্ন-০৪.

রনি কোন কাজকর্ম করে না। সে মাদকাসক্ত ও জোয়াখুর। রনির বাবা-মা যৌতুক নিয়ে রনিকে বিয়ে করালো। এখন রনি মা-বাবাকে দেখে না। বৌ নিয়ে আলাদা থাকে। তার বৌও চায় না সে মা-বাবার ভরণ পোষণ দিক। ফলে তার মা-বাবা অসহায় হয়ে পড়ে।

গ) পিতা-মাতার প্রতি রনির আচরণ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করো।

ঘ) রনির পিতা মাতার উচ্চ বিলাস ই তাদের অসহায়ত্বের কারণ। তুমি কি একমত? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

**# জ্ঞান:**

★ এস্টেট প্রথা হলো ইউরোপে জমি জমার উপর ভিত্তি করে এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যাকে এস্টেট প্রথা বলা হয়।

★ আদর্শহীনতা: সমাজে প্রচলিত নৈতিকতার বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি হওয়াকে আদর্শহীনতা বলে।

**# অনুধাবন:**

★ মাদকাসক্তি: মাদক দ্রব্য বা নেশার বস্তুর প্রতি আসক্ত হওয়াকে মাদকাসক্তি বলে। যেমন, মদ, গাঁজা, আফিম, ইয়াবা, হেরুইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি নেশার বস্তু গ্রহণ করা বা সেবন করাকে মাদকাসক্তি বলে।

**# প্রয়োগ-**

পিতা-মাতার প্রতি রনির আচরণ বা তার স্ত্রীর আচরণ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচ্যুতিমূলক আচরণ।

# বিচ্যুতিমূলক আচরণ: যে আচরণ আইনে নিষিদ্ধ নয় ও এ কাজের জন্য শাস্তি পেতে হয় না বা জেল জরিমানা হয়না কিন্তু সমাজ এ কাজের জন্য তিরস্কার করে বা নিন্দা করে তাকে বিচ্যুতিমূলক আচরণ বলে। উদ্দীপকের রনি বিয়ের পর বৌকে নিয়ে আলাদা হয়ে য়ায়। সে তার মা-বাবার ভরণ পোষণ দেয় না। তার স্ত্রী ও চায় না যে, সে পিতা-মাতার দেখাশোনা করবে। এ ধরনের আচরণকে সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীরা বিচ্যুতিমূলক আচরণ বলে অভিহিত করেছেন।

**#উচ্চতর দক্ষতা-**

না, রনির বাবা-মায়ের অসহায়ত্বের জন্য শুধু উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ই দায়ী নয়। বরং এর আরো অনেক কারণ আছে। বিচ্যুতিমূলক আচরণের কারণ: বিভিন্ন কারণে মানুষের আচার-আচরণে বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে। যেমন, অভাব অনটনের কারণে বিচ্যুতিমূলক আচরণ দেখা দিতে পারে। আবার পারিবারিক অশান্তিতে ছেলে মেয়েরা বড় হলে তার মধ্যে বিচ্যুতিমূলক আচরণ দেখা দিতে পারে। শিশুরা প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে বড় হলে বিচ্যুতিমূলক আচরণ দেখা দিতে পারে। কাজের সুযোগ না থাকলে বেকারদের মধ্যে বিচ্যুতিমূলক আচরণ দেখা দিতে পারে। খারাপ ছেলেমেয়েদের সাথে মিশলে ও এক জনের মধ্যে বিচ্যুতিমূলক আচরণ দেখা দিতে পারে। উদ্দীপকে রনি নিজের স্ত্রীর দায়িত্ব নিলেও মা-বাবার ভরণ পোষণ দিতে চায় না। সে মাদকাসক্ত ও। অতএব বলা যায়, শুধু যৌতুক নিয়ে বিয়ে করানো নয় বরং অন্য আরো অনেক কারণে মানুষ বিচ্যুতিমূলক আচরণ করতে পারে।

## মডেল প্রশ্ন-০৫.

দুর্জয় বা-মায়ের কথা শুনে না। সে এলাকার খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে গ্যাং তৈরি করেছে। কয়দিন আগে একটা হোটেল থেকে চাঁদাবাজির দায়ে তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। পিতা-মাতা দেখা করতে গেলে দুর্জয় কান্নাকাটি করে বলে, সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। ছাড়া পেলে সে আর অন্যায় করবে না। খারাপ ছেলেদের সঙ্গ ছেড়ে দিবে। মা বাবার কথা মতো চলবে।

গ) দুর্জয়ের পরিবারের আচরণকে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উদ্দীপকের দুর্জয়ের পিতা মাতার কীভাবে তাকে জেল থেকে মুক্ত করতে পারে? মতামত দাও।

**# জ্ঞান:**

★ বিচ্যুতি এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো উবারধহপব.

★ এনোমি : সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে এনোমি বা নৈরাজ্য বলে।

**# অনুধাবন:**

★ সকল অপরাধই বিচ্যুতি, সকল বিচ্যুতি অপরাধ নয়: সমাজে কতগুলো রীতিনীতি, আইনকানুন, প্রথা, বিশ্বাস চালু আছে। এসব রীতিনীতি, আইন-কানুন, প্রথা বিশ্বাসের বিপরীত আচরণকে বিচ্যুতিমূলক আচরণ বলে। কিন্তু বিচ্যতিমূলক আচরণের জন্য শাস্তি পেতে হয় না। তবে এ কাজের জন্য সমাজ তাকে তিরস্কার বা নিন্দা করে। আবার যে কাজের জন্য সমাজ ব্যাক্তিকে তিরস্কার বা নিন্দা করে একি সাথে শাস্তির ও বিধান আছে তাকে অপরাধ বলা হয়। তাই বলা হয়, সকল অপরাধ ই বিচ্যুতি, কিন্তু সকল বিচ্যুতি অপরাধ নয়।

★ বিচ্যুতি ও অপরাধের পার্থক্য: ১। বিচ্যুতিমূলক আচরণ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ নয়। অপরাধ দ্বারা নিষিদ্ধ। ২। বিচ্যুতিমূলক আচরণের জন্য শাস্তি পেতে হয় না। অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হয়। ৩। বিচ্যুতিমূলক আচরণ ব্যাক্তির আচরণের ছোটখাটো ভুল বলে ধরা হয়। অপরাধ ব্যাক্তির বড় ধরনের ভুল হিসাবে বিবেচিত হয়।

**# প্রয়োগ –**

উদ্দীপকের দুর্জয়ের পরিবারের প্রতি আচরণ বিচ্যুতিমূলক আচরণকে নির্দেশ করে। (বিস্তারিত আলোচনা উপরের প্রশ্নে আলোচিত হয়েছে )

**# উচ্চতর দক্ষতা –**

উদ্দীপকের দুর্জয়ের পিতা মাতা তাকে জেল থেকে মুক্ত করতে দুই ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে। ১. প্যারোল ২. প্রবেশন

★ প্রবেশন: অপরাধীর অপরাধ যখন সাক্ষ্য- প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়। তখন তাকে কারাগারে না পাঠিয়ে চরিত্র সংশোধন করাকে প্রবেশন বলে। ১. প্রবেশনে অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্য এক বা একাধিক প্রবেশন কর্মকর্তা থাকতে হবে। ২. প্রবেশনে চরিত্র সংশোধন করা না গেলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

★ প্যারোল: অপরাধীর অপরাধ সাক্ষ্য- প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হলে তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় কারাগারে শাস্তি ভোগের পর একজন জামিনদারের অধীনে মুক্ত করাকে প্যারোল বলে। এতে, ১. অপরাধীর মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা আসতে হবে। ২. অপরাধীর আচরণে বা চরিত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিতে হবে।

বি.দ্র: ★ শিক্ষার্থীরা মূল পাঠ্যবইয়ের প্রথম পত্রের দশম অধ্যায়ের অনুশীলন অংশের সকল বহু নির্বাচনী প্রশ্ন পড়ে নিবে।

★ এই অধ্যায়ের অনুশীলন অংশের সকল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে পড়ে নিবে।

★ কোন বিষয় না বোঝালে ইয়েলো বুক দেয়া নাম্বার থেকে ফোন করে জানাবে) জেনে নিবে।

★ করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে। নিজে নিরাপদে থাকবে পরিবারকেও নিরাপদে রাখবে।